১৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ FEB 27 1999

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

# মেলা প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর ॥ প্রাণের উত্তাপ ও কোলাহলে সজীব ছিল বইমেলা ॥ কাল শেষ

**হাসান হাফিজ**

বাংলা একাডেমীতে অমর একুশে বইমেলা শুক্রবার ছিল জমজমাট। তিন দিন হরতালের আতঙ্ক শেষে নারী-পুরুষ শিশুর স্বচ্ছন্দ স্বতস্ফূর্ত সমাগমে মেলা প্রাঙ্গণ ছিল উৎসবমুখর, প্রাণের উত্তাপ ও কোলাহলে সজীব।

বই বিক্রিও ভাল হয়েছে। আগামীকাল রবিবার বইমেলার শেষ দিন।

## ওয়েব সাইটে অভূতপূর্ব সাড়া

### ওয়েব সাইটে অভূতপূর্ব সাড়া

এবারই প্রথম ইন্টারনেটে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে একুশের বইমেলার খুঁটিনাটি ও সচিত্র বিবরণ উৎসাহী ক্রেতা-পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা দুনিয়া থেকে মোট ১৪ হাজার ৯৬ জন ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করে বইমেলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন।

করোনা ইনফরমেশন টেকনোলজি লিঃ নামের একটি তথ্য প্রযুক্তির (আইটি) প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীকে এ সার্ভিস ফ্রী দিয়েছে। করোনা'র নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ




*বাংলা একাডেমী একুশে বইমেলা '৯৯ ওয়েব সাইটের হোম পেজ www.coronait.com/Bangla-Academy*

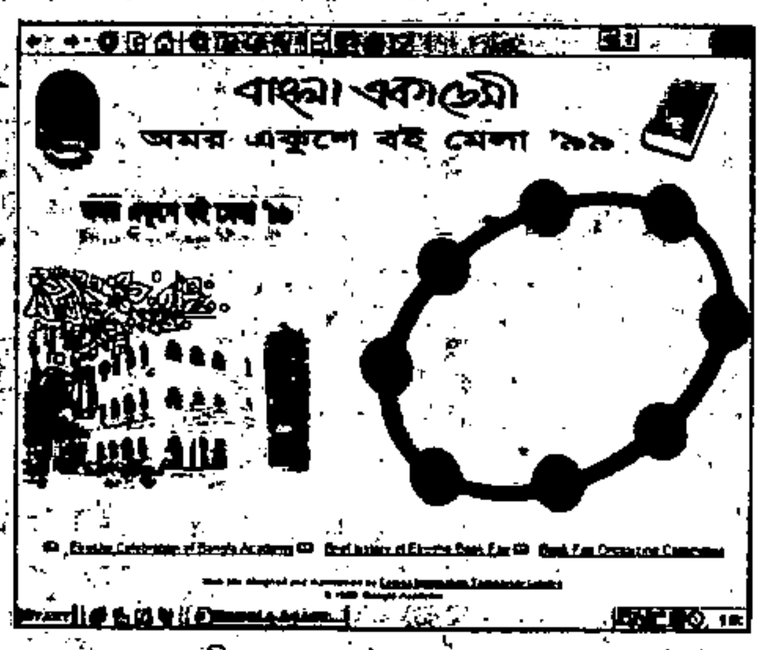

শামীমুজ্জামান জনকণ্ঠকে জানান, বহির্বিশ্বের তথ্যানুসন্ধানীদের ৫৫ শতাংশে আমেরিকা ও কানাডার। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ভিজিটর এসেছেন শতকরা (২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

## মেলা প্রাঙ্গণ

(৮-এর পাতার পর)

৩০ জন। বাকিরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও অস্ট্রেলিয়া থেকে যোগাযোগ করেন। বইমেলার ওয়েবসাইটের ঠিকানা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হয় তিনটি মাধ্যমে সার্চ ইঞ্জিন, ই-মেইল ও বাংলাদেশী ইন্টারনেট নিউজ গ্রুপের মাধ্যমে।

বইমেলার এই ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে-- ছবিতে বইমেলা (৪৫টি ছবিসহ), মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা (বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায়), বইমেলার খবর--প্রোগ্রাম (বাংলা একাডেমীর একুশে অনুষ্ঠানসূচী), মেলার সাইটম্যাপ, ২৯২টি নতুন বইয়ের প্রচ্ছদ, লেখকের নাম ও মূল্য, বাংলা একাডেমীর সংক্ষিপ্ত সচিত্র ইতিহাস (৫২টি ঐতিহাসিক ছবিসহ) এবং একাডেমীর একুশে উদ্‌যাপনের তথ্যাবলী।

জনাব শামীম জানান, মেলা সম্পর্কে আরও ডিটেলস তথ্যের জন্য ১০৮ জন ই-মেইলে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। ব্রাউজাররা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, একুশের ইতিহাস, বই কেনার নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে চেয়েছেন। ওয়েব সাইটের স্টলটি বসানো হয়েছে বাংলা একাডেমীর বর্ধমান হাউসের মূল প্রবেশ দ্বারের পাশে। ওয়েব সাইটটির ঠিকানা হলো- www.coronait.com /Bangla-Academy

তিনি জানান, বাংলা একাডেমী এর পর নিজস্ব উদ্যোগে ওয়েব সাইট স্থাপন করে বহির্বিশ্বে আমাদের জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরতে পারে। এ উদ্যোগ বাণিজ্যিকভাবেও সফল হবে বলে আশা করা যায়। অন্যান্য প্রকাশকরাও ইচ্ছা করলে সম্মিলিতভাবে এ উদ্যোগ নিতে পারেন।

### কলম্বিয়া ॥ শুধু মুক্তিযুদ্ধের বই

নতুন প্রকাশনা সংস্থা কলম্বিয়া প্রকাশনী শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। একুশের বইমেলায় এবারই তাদের প্রথম অংশগ্রহণ। নতুন ১৩টি বই তারা এ মেলায় বের করেছে।

কলম্বিয়া প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী লেঃ কর্নেল এসআইএম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত) জনকণ্ঠকে জানালেন, আমরা একটা মিশন নিয়ে কাজ করছি। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। এ দেশ যে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে, নতুন প্রজন্ম সেটা ভাল করে জানে না। এমন একটা বিশ্বাস প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে যে, এ দেশের অভ্যুদয় ঘটেছে হাওয়ার ওপর। এটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। মুক্তিযুদ্ধের বই যা লেখা হয়েছে, হচ্ছে তাতে প্রাধান্য পাচ্ছে হানাদার পাক বাহিনীর নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন। বাংলায় দেশ মাতৃকার সাহসী শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের দিকটি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। সাহসিকতার প্রসঙ্গগুলো আসছে না। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলাম, বীরত্ব ও সাহসিকতার দিকটি তুলে ধরা তাঁদের আবশ্যিক দায়িত্ব।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। আমরা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। সামরিক বাহিনী, এফএফ-এর সদস্য যারা এখনও জীবিত, অনেকেই কথা দিয়েছেন লিখবেন।